

ছোটদের দ্বীন শিক্ষা

আমিনা মুহাম্মাদ



লেখকের কথা

অভিভাবকদের প্রতি নিবেদন

আমি এটা ভেবে খুবই আনন্দিত যে, ইসলাম, সালাত এবং দুআ সম্পর্কে জানতে আপনি আপনার সন্তানের জন্য বইটি পছন্দ করেছেন। ইসলাম বোঝা এবং ইসলামের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করতে বইটি আপনাদের জন্য উপহারস্বরূপ। বইটি লিখতে পেরে আমি নিজেও আনন্দিত।

একজন অভিভাবক বা শিক্ষক হিসেবে, আমি নিশ্চিত করতে পারি যে, বইটি সোনামণিদের আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়তে সাহায্য করবে। আমার ইচ্ছে ছিল বইটিকে এমনভাবে হাজির করতে যেন আমাদের শিশুরা ইসলামের পাঁচটি ভিত্তি, সালাত এবং দুআ সম্পর্কে আনন্দের সাথে শিখতে পারে এবং আল্লাহর ইবাদত করতে পারে। কুরআন শিক্ষা যেমন শিশুদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক তেমনি কীভাবে আল্লাহর প্রিয় হওয়া যায়-এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

এই বইটি গল্পের ছলে লেখা হয়েছে। কারণ বইটি খুলেই যেন শিশুরা সংলাপগুলো গল্পের মতো করে পড়তে পারে। আমি অভিভাবককে উৎসাহিত করব যে, আপনি বাচ্চাদের পাশে নিয়ে গল্পগুলো পড়বেন, তাদেরও গল্পের সঙ্গে জুড়বেন এবং প্রতিটি অধ্যায় সুন্দরভাবে শেষ করতে সাহায্য করবেন। আশা করি বইটি আমাদের সোনামণিদের আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে সাহায্য করবে এবং প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালোবাসা জন্মাতে সাহায্য করবে।

আমিনা মুহাম্মাদ



শিশুদের প্রতি চিঠি

সোনামণিরা!

নতুন একটি বই পেয়ে অনেক খুশি তাই না? বইটি সম্পর্কে একটি তথ্য দিই, বইটি তোমাদের বারবার পড়তে ভালো লাগবে। প্রতিবার পড়ার সময় এটা আরও বেশি আনন্দদায়ক মনে হবে।

আমি আশা করি তোমরা বইটিকে পছন্দ করবে এবং এটা তোমার জন্য এমন একটি উপহার হবে যা তোমার জীবনকে হাসিখুশি এবং আনন্দময় করে তুলবে। বইটি পাঁচটি বিশেষ গল্প নিয়ে রচিত। প্রতিটি গল্পে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ার কথা বলা হয়েছে।

আল্লাহ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের পালনকর্তা এবং আমাদের সকল অভাব পূরণ করেন।

তুমি একা বইটি পড়তে পারো অথবা পরিবারের সকলকে নিয়েও পড়তে পারো। বইটি পড়ার সময় যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই তোমার বাবা, মা কিংবা শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করবে।

চলো শুরু করি ...

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

ইসলামের পাঁচটি ভিত্তি
পাঁচটি ভিত্তি কী কী?

দ্বিতীয় অধ্যায়

সালাত আদায়

আল্লাহ কেন আমাদের সালাত আদায় করতে বলেছেন?
আমরা কীভাবে সালাতের প্রস্তুতি নিবো?
আমরা কীভাবে সালাত আদায় করবো?

তৃতীয় অধ্যায়

দুআ

দুআ কী?

শুকরিয়া আদায় করা বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা
আল্লাহর সাথে কথোপকথন

যতদূর এগিয়ে এলাম তার থেকে কী শিখলাম!
প্রয়োজনীয় দুআ এবং প্রার্থনা

পাঁচটি ভিত্তি কী কী

আব্দুর রহমান-পরিবার একসাথে সময় কাটাতে পছন্দ করে। তাই তারা প্রতি সপ্তাহে নতুন নতুন মজার খেলার আয়োজন করে। আজ তারা প্রশ্ন ও উত্তর খেলার আয়োজন করেছে।

আয়োজন অনুষ্ঠানে বাবা সবার দিকে তাকিয়ে বললেন, ইসলামে খু-উ-ব প্রয়োজনীয় পাঁচটি বিষয় আছে, যা মুসলিম মাত্রই মান্য করে। একটি ঘর যেমন কয়েকটি ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে, পুরো ইসলাম পাঁচটি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। এগুলোকে ইসলামের পাঁচ ভিত্তি বলা হয়। তোমরা কি জানো এই পাঁচটি ভিত্তি কী কী?

প্রশ্ন শুনেই আলিয়া সাথে সাথে হাত তুললো উত্তর দেওয়ার জন্য। উত্তরের অনুমতি পেয়েই দ্রুত বলল “ইসলামের পাঁচটি ভিত্তি হলো : ঈমান, সালাত, যাকাত, সিয়াম ও হজ।”

কুরআনের গল্পময় সময়

তুমি কি কখনও তোমার জুতার ফিতে বাঁধতে গিয়ে সমস্যায় পড়েছ? অথবা পড়ে গিয়ে হাঁটু ছিলে গিয়েছে? হয়ত তখন তুমি দুঃখ পেয়েছ অথবা কী করবে বুঝে উঠতে পারনি।

তুমি কি জানো, যেকোনো সামান্যতম বিপদ ও দুঃখ হলেও আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হয়। বিপদ বা দুঃখ যত ছোটো বা বড়ো হোক না কেন আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইলে আল্লাহ খুশি হন।

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেকোনো অভাব বা বিপদে আল্লাহর কাছে আমাদের সাহায্য চাইতে বলেছেন। তা বিপদ যত ছোটই হোক না কেন!

আনাস ইবনে মালিক রা. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের সকলেই যেন তার যেকোনো অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে তার রবের নিকট প্রার্থনা করে, এমনকি জুতার ফিতে ছিঁড়ে গেলে তাও যেন তাঁর নিকট চায়। (জামিউত তিরমিযি)

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন,

“আর আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, (তখন বলে দিন যে) নিশ্চয়ই আমি অতি নিকটে। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তার আহ্বানে সাড়া দিই। তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে, তাহলে তারা সঠিক পথে চলতে পারবে।” (সূরা বাকারা : ১৮৬)



সালাতের প্রস্তুতি

বাবা আলিয়াকে হিযাব পরিয়ে দিলেন সালাত আদায় করার জন্য। আমরা টুপি পরিয়ে দিলেন। বাবা বললেন, সালাত আদায় করার মাধ্যমে আমরা আল্লাহর সাথে কথা বলি তাই সবসময় সালাত আদায়ের আগে আমরা অযু করার মাধ্যমে নিজেদের পরিষ্কার করে নিব এবং অযু করার পর আমরা উত্তম কাপড় পড়বো। সালাত আদায় করার সময় অপরিষ্কার কাপড় পরা উচিত না। মেয়েদের অবশ্যই মাথার চুল থেকে পা পর্যন্ত ঢাকতে হবে এবং ছেলেদের টাখনুর ওপরে কাপড় পরতে হবে। নামাজের বাইরেও কাপড় যেন টাখনুর ওপর থাকে তা খেয়াল রাখবে।



টিপস:

আমরা সম্মানিত কারো সঙ্গে সাক্ষাত করতে চাইলে উত্তম জামা পরিধান করি। আল্লাহ হলেন সবচেয়ে সম্মানিত। মহান সৃষ্টিকর্তা। তাঁর সঙ্গে কথা বলার সময় আমাদের উচিত উত্তম জামা পরিধান করা। আর সালাত হলো আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে বান্দার কথা বলার মাধ্যম। তাই সালাতে দাঁড়ালে উত্তম জামা পরিধান করবে।

দুআ কী?

পরদিন বাবা গাড়ি চালিয়ে আলিয়াকে স্কুলে পৌঁছে দিয়েছেন। মসজিদের পাশে গাড়ি পার্কিং করে বাবা ঘড়িতে সময় দেখছেন। আলিয়া বলল, বাবা স্কুলে পৌঁছাতে দেরি হয়নি। বাবা বললেন, আলহামদুলিল্লাহ, আমি দুআ করেছিলাম যাতে পৌঁছাতে দেরি না হয়।

আলিয়া তার ক্লাশ রুমের দিকে হাঁটছে। ক্লাশে পৌঁছানোর পরেই শিক্ষিকা এলেন এবং পাঠদান শুরু করলেন। তিনি বোর্ডে বড়ো করে লিখলেন দুআ এবং শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করলেন তারা দুআ সম্পর্কে কে কী জানে? কিন্তু শিক্ষার্থীরা ভালো কিছু বলতে না পারায় তিনি তাদের দুআ সম্পর্কে বললেন-



দুআ সরাসরি আল্লাহর সাথে মানুষের সংযোগের একটি মাধ্যম। যখন আমরা বিপদে পড়ি বা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই বা আল্লাহর সাহায্য চাই তখন আমরা দুআ করার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আমাদের কথাগুলো বলি।

আমরা যেকোনো সময় দুআ করতে পারি যেমন বিছানায় ঘুমাতে যাওয়ার সময়, অথবা কোনো কিছুতে ভয় পেলে।

যতদূর এগিয়ে এলাম তার থেকে কী শিখলাম!

মজার ব্যাপার লক্ষ করেছ! আমরা শুরু থেকে কতদূর এগিয়ে এলাম। ইসলাম সম্পর্কে তোমাদের শিখাতে পেরে আমি অনেক আনন্দিত। এখন তোমরাও তোমাদের বাবা-মাকে বুকে জড়িয়ে নাও; এবং বইটি তোমাদের সংগ্রহ করে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাও।

আশা করি নিত্যনতুন শিখে আমরা, আলিয়া এবং তোমরা বেশ আনন্দিত। স্মরণ রেখো অন্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করবে এবং তোমার প্রতিবেশিদের প্রতি সদয় হবে। আর আল্লাহর সাথে কথা বলতে ভুলবে না। অর্থাৎ, দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে।

আল্লাহকে সবসময় অন্তরে ধারণ করবে। আল্লাহই তোমার একমাত্র কল্যাণকামী। যখন নির্জনে একাকী তোমরা তাঁর সাথে কথা বলো এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করো তিনি আনন্দিত হন।

আমি আশাবাদী দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় এবং দুআ করার বিষয়ে তোমরা আগ্রহী। আমরা যথাসম্ভব বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ করব, তিনি আমাদের অব্যাহত নেয়ামত দিতেই থাকবেন। এখন সবাই বলি। আলহামদুলিল্লাহ। ইন্নাল হামদা লিল্লাহ।

২. যখন তুমি ঘুমাতে যাবে

সারাদিনের রবের আনুগত্য করে, দিনের যাবতীয় কাজ সেরে যখন তুমি ঘুমাতে যাবে, তোমার ঘুমও যেনো রবের আনুগত্যে পরিণত হয়। তাই হাদিসে শিখানো দুআ পাঠ করবে।

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ، اُمُوْتُ وَاَحْيَا.

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা বি-ইসমিকা আমুতু ওয়া আহইয়া

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার নামেই ঘুমানোর পর পুনরায় জেগে উঠি। (মুসনাদে আহমদ : ৩৮ : ৪৪৬)

৩. যখন তুমি ঘুম থেকে জেগে উঠবে

ঘুম থেকে জেগে প্রথমেই আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করবে। কারণ, আল্লাহ আমাদের আবার জাগিয়ে তুলেছেন এবং নতুন একটি সুন্দর দিন দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন। ঘুম থেকে উঠে নিচের দুআ পড়বে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَحْيَاَنَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ.

উচ্চারণ : ‘আলহামদু লিল্লাহিল্লাজি আহইয়ানা বা’দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশুর।’

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের মৃত করার পর পুনরায় জীবিত করেছেন। আর তার দিকেই সবার পুনরুত্থান।

(বুখারি, হাদিস : ৬৩২৪)